

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবী চরিত রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নবীপত্নীগণের মর্যাদা (مناقب أمهات المؤمنين) :

- ك. পবিত্র কুরআনে তাঁদেরকে يَا نِسَاءَ النّبِي 'হে নবীপত্নীগণ' বলে সম্বোধন করে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে (আহ্যাব ৩৩/৩০, ৩২)। অন্যত্র 'ঠ্ঠুনুট 'তোমার স্ত্রীগণ' (আহ্যাব ৩৩/২৮, ৫৯; তাহরীম ৬৬/১-২) বলা হয়েছে। 'যাওজ' (رَوْجَا خُفْتَ , 'মাযার দু'টি জোড়া'। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে তাঁর الْزُوَاج বলার মাধ্যমে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। অথচ أَرْوَاج পরি রাজ্যান্য নবী এবং নবী নন এমন সকলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে (তাহরীম ৬৬/১০)। যেমন- হযরত নূহ ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে إَمْرَأَتَ لُوْحٍ وَامْرَأَت لُوْطٍ امْرَأَت لُوْطٍ امْرَأَت لُوْطٍ امْرَأَت لُوْطٍ (তাহরীম ৬৬/১০)। যেমন- হযরত নূহ ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে امْرَأَت لُوْطٍ امْرَأَت لُوْطٍ (তাহরীম ৬৬/১১) এবং আরু লাহাবের স্ত্রীর ক্ষেত্রে (তাহরীম ৬৬/১১) এবং আরু লাহাবের স্ত্রীর ক্ষেত্রে (লাহাব ১১১/৪) বলা হয়েছে। ইবরাহীমের স্ত্রীর ক্ষেত্রে । বা 'তার স্ত্রী' (যারিয়াত ৫১/২৯) এবং । বির্যীক বা 'পরিবার' (হূদ ১১/৭৩) বলে দু'ধরনের শব্দ এসেছে। তবে যাকারিয়ার স্ত্রীর ক্ষেত্রে কেবল امْرَأَت শব্দ এসেছে। কিন্তু শেষনবীর স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে কেবল চিক্ষ শেষভাবে উদ্গীত করা হয়েছে।
- ২. নবীপত্নীগণের মর্যাদা পৃথিবীর সকল মহিলার উপরে। যেমন আল্লাহ বলেন, مِنَ النِّسَاءِ 'তোমরা অন্য কোন মহিলার মত নও' (আহ্যাব ৩৩/৩২)। এখানে كَأْحَدُ শব্দ ব্যবহার করায় নবী ও নবী নন, সকলের স্ত্রী ও সকল মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। নবীপত্নীগণের উচ্চ মর্যাদায় স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত এই অনন্য সনদ নিঃসন্দেহে গৌরবের এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহর জন্য নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয় বিষয়।
- ৩. আল্লাহ নবীপত্নীগণকে নিষ্কলংক ঘোষণা করেছেন এবং তাদের গৃহকে সকল প্রকারের আবিলতা ও পংকিলতা হ'তে মুক্ত বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا 'হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র করতে' (আহ্যাব ৩৩/৩৩)।
- 8. আল্লাহ নবীপত্নীগণের গৃহগুলিকে 'অহীর অবতরণ স্থল' (مَهْبِطُ الْوَحْيُ) হিসাবে ঘোষণা করেছেন। যা তাঁদের মর্যাদাকে শীর্ষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ 'আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং হিকমতের (হাদীছের) কথাসমূহ, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, সেগুলি তোমরা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবহিত' (আহ্যাব ৩৩/৩৪)।
- ৫. নবীর মৃত্যুর পরে তাঁরা সকলের জন্য 'হারাম' এবং তাঁরা 'উম্মতের মা'(وَأَنُوا جُهُ أُمَّهَا تُهُمُ اللهُ وَالْدُوا جُهُ أُمَّهَا تَهُمُ (وَأَنُوا جُهُ أُمَّهَا تَهُمُ (وَأَنُوا جُهُ أُمَّهَا تَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَل



ভালবাসেন এবং তাঁর স্ত্রীগণকে মায়ের মর্যাদায় সম্মান প্রদর্শন করেন।

- ৬. প্রথমা স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) ছিলেন বিশ্বসেরা চারজন সম্মানিতা মহিলার অন্যতম। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَثَرُبُمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم وَالْحِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ مُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم أَفْ فِرْعَوْنَ 'জাল্লাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম'।[1]
- (ক) খাদীজা (রাঃ) ছিলেন সেই মহীয়সী মহিলা যাকে জিব্রীল নিজের পক্ষ হ'তে ও আল্লাহর পক্ষ হ'তে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সালাম দেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন।[2] (খ) স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সালাম পাঠান এবং তিনিও তার সালামের জওয়াব দেন (বুখারী হা/৬২০১)। তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সর্বাধিক প্রিয় (বুখারী হা/৩৬৬২)।

ফুটনোট

- [1]. আহমাদ হা/২৬৬৮, সনদ ছহীহ; তিরমিযী হা/৩৮৭৮; মিশকাত হা/৬১৮১।
- [2]. বুখারী হা/১৭৯২, ৩৮২০; মুসলিম হা/২৪৩৩; মিশকাত হা/৬১৭৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5761

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন